দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

৩২

উত্তরাঞ্চলে ১৫০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি—

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সিরাজগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর।–সিরাজগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ হাজার ৫শ' ৬৫ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই রয়েছে আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা। অনেক স্কুল ভবনের অবস্থাও জরাজীর্ণ। এ কারণে জেলাগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী।

এ এলাকার ১৪ লাখ ২০ হাজার ৯শ' ১৮ জন শিশু এখনও স্কুলে যায় না। এদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। এসব জেলায় বিদ্যালয় গমনের উপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪০ লাখ ৭ হাজার ৯শ' ৬৩ জন। সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ জন্য গত ৬ মাসে উত্তর অঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১ কোটি—২১ লাখ মেট্রিক টন গম ব্যয় করা হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরুর পর ৩৫ লাখ ৮ হাজার ৪শ' ৩৯ জন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ২৫ লাখ ৮৭ হাজার ৪৫ জন শিশু এখনও লেখাপড়া করে যাচ্ছে। এদের সংখ্যা মোট শিশুর শতকরা ৬৫ ভাগ। বাকি ৩৫ ভাগ শিশু অর্থাৎ ১৪ লাখ ২০ হাজার ৯শ' ১৮ জন শিশু এখনও শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছে। এদের মধ্যে অবশ্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও ক্লাস করে না এমন ৯ লাখ ২১ হাজার ৩শ' ৫৪ জন শিশু রয়েছে।

এসব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং লেখাপড়া করানোর জন্য শিক্ষকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেড় হাজারেরও বেশী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সিরাজগঞ্জে ১শ' ৩৮, নওগাঁয় ১শ' ২৭, গাইবান্ধায় ১শ' ২৫, কুড়িগ্রামে ১শ' ২৫, দিনাজপুরে ১শ' ১০, পাবনায় ৮৭, রাজশাহীতে ৭৯, নীলফামারীতে ৭৬, নাটোরে ৬৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৬০, ঠাকুরগাঁয়ে ৪৩, জয়পুরহাটে ৪৪, লালমনিরহাটে ৪২, পঞ্চগড়ে ৩৪ এবং রংপুরে ২শ' ১৪টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে ৭০ ভাগ মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ জন্য ১৯৯২ সনের ১ জানুয়ারী থেকে ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া, ১৯৯৩ সনের ১ জানুয়ারী থেকে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এদেশে অসংখ্য শিশু বিভিন্ন স্থানে কাজ করে থাকে। এতে অভিভাবক এবং পিতা–মাতার আর্থিক অনটন কিছুটা দূর হয়। অনেকে আবার আর্থিক অনটনের কারণে কাপড়–চোপড় বই–খাতা-পেন্সিল যোগাড় করতে না পেরে স্কুলে ভর্তি হতে পারে না।

এ সমস্ত শিশুকে স্কুলমুখী করে তোলা এবং পিতা–মাতার আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সনের আগস্ট মাস থেকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ফলে অভাব অনটনে জর্জরিত শিশুরাও স্কুলে যেতে শুরু করেছে। দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন নগরীর বাইরে সারাদেশে প্রত্যেক থানায় একটি করে ইউনিয়নে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা এ কর্মসূচীতে আনা হয়েছে।

এছাড়া, নারী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ বছরের ১ জানুয়ারী থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রীরা এ উপবৃত্তি লাভ করছে। শিক্ষার প্রসারে সরকারী কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এতকিছুর পরেও শতকরা ৩৫টি শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। এদের মধ্যে ৯ লাখ ২১ হাজার ৩শ' ৫৪ জন শিশু ভর্তি হওয়ার পর আর স্কুলে যায়নি। ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৫শ' ২৫ জন আদৌ স্কুলে ভর্তি হয়নি।